যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

ব্যাকরণ বইয়ে জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বলায় ৫ জনকে তলব

সব বই প্রত্যাহারের নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ব্যাকরণ বইয়ে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ করে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়ার কারণে বইয়ের লেখক, প্রকাশক, দু'জন সম্পাদক ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানসহ পাঁচজনকে তলব করেছেন হাইকোর্ট। মুক্তিযোদ্ধা মোঃ এহসানুল হক নামের এক ব্যক্তির রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। সারাদেশ থেকে ওই বইয়ের সব কপি ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যাহার করে আদালতে প্রতিবেদন দিতে পুলিশের মহাপরিদর্শককে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে বইটির প্রকাশ ও বিতরণ কেন বেআইনি ঘোষণা

তলব : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

তলব : ৫ জনকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করা হবে না এবং বাজেয়াপ্তের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না, তা জানাতে বলেছেন আদালত। ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনে বিবাদীদের কেন বিচারের মুখোমুখি করা হবে না, তাও জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট। শিক্ষাসচিব এবং তলব করা পাঁচ বিবাদীকে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

'প্রগতি নিম্ন মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা' নামের ওই বইয়ে স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে বইটির লেখক রতন সিদ্দিকী, প্রকাশক মোঃ তাফাজ্জল হোসেন, দুই সম্পাদক ড. শফিকুদ্দিন আহমেদ ও ড. মুহাম্মদ আবদুল জলিল এবং এনসিটিবি চেয়ারম্যানকে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছে। আদালতে রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী ড. বেলাল হোসেন জয় এবং আওলাদ হোসেন। সরকার পক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবিএম আলতাফ হোসেন।

বেলাল হোসেন জয় সাংবাদিকদের বলেন, বইয়ের এক জায়গায় বলা হয়েছে, ২৬ মার্চ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। অথচ তিনি ওই সময়ে মেজর ছিলেন। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, মেজর জিয়া ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের দ্বিমুখী ও বিভ্রান্তিকর তথ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষতি হচ্ছে।

স্বাধীনতার ঘোষক কে তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পর ২০০৯ সালের ২১ জুন হাইকোর্ট এক রায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বলে রায় দেন।